

বৃহস্পতিবারবিহিত  
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা  
(ব্রতকথা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সহ)

বঙ্গভারতী

কলকাতা

॥ ଓଁ ନମୋ ଶ୍ରୀଭଗବତେ ରାମକୃଷ୍ଣାୟ ନମୋ ନମଃ॥  
ବୃହସ୍ପତିବାରବିହିତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା  
(ବ୍ରତକଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ସହ)

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

୨୦୧୨

© ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦତ୍ତ

ବଂଶଭାରତୀ

<http://bangabharati.wordpress.com/>

## সূচিপত্র

গ্রন্থভূমিকা...	৪
লক্ষ্মীপরিচয়...	৫
ফর্দমালা...	৬
জ্ঞাতব্য বিষয়...	৬
পূজাপ্রণালী...	৭
বৃহস্পতিবারবিহিত ব্রতকথা...	১১
বারোমাস্যা...	১৪

## ভূমিকা

বাজারে ‘শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা ও পাঁচালি’ নামাঙ্কিত অনেক বইই সুলভ। কিন্তু সেই সব অধিকাংশ বইই ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া সাধারণ গৃহস্থ ভক্তের উপযোগী পূজাপদ্ধতি কোনো বইতেই দেওয়া থাকে না। সেই কথা মাথায় রেখে একটি পরিমার্জিত ব্রতকথা-সহ পূজাপদ্ধতির প্রকাশ আবশ্যিক ছিল। এই পূজাপদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মন্ত্রগুলির বাংলা অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান ছাড়া পূজা সম্পূর্ণ হয় না। আর যাঁরা দুরূহ সংস্কৃত ভাষা পাঠে অক্ষম হবেন, তাঁরা বাংলায় মন্ত্রার্থ দেখে মূল কথাটি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে জগজ্জননীকে নিবেদন করতে পারবেন। লক্ষ্মীদেবীর একটি অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও গ্রন্থাগ্রে সংযোজন করে দেওয়া হল। এতে লক্ষ্মীপূজা আমরা কেন করব, সেই সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। ব্রতকথা ও বারোমাস্যা বাজারে প্রচলিত বারোমাস্যারই একটি সংশোধিত রূপ। এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি ভক্ত ও মা-জননীদের কাজে লাগলে ধন্য হব।

স্বত্বাধিকারী

## লক্ষ্মী- পরিচয়

যে দেবতার পূজা করেন, সেই দেবতার পরিচয় আগে জেনে নিতে হয়। লক্ষ্মীকে আমরা টাকাপয়সার দেবী ভাবি, আসলে লক্ষ্মীর পরিচয় শুধু ওইটুকুতেই নয়। লক্ষ্মী শুধু ধনই দেন না, তিনি জ্ঞান ও সচ্চরিত্রও দান করেন। এককথায় লক্ষ্মীপূজা করলে, মানুষ সার্বিকভাবে সুন্দর ও চরিত্রবান হয়। স্বামী প্রমোদানন্দ বলেছেন, ‘কেবল টাকাকড়িই ধন নয়। চরিত্রধন মানুষের মহাধন। যার টাকাকড়ি নেই সে যেমন লক্ষ্মীহীন, যার চরিত্রধন নেই সে তেমনি লক্ষ্মীছাড়া। যাঁরা সাধক তাঁরা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন মুক্তিধন লাভের জন্য।’ লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা কেন? কেউ কেউ বলেন, এটি বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের পরিবর্তিত রূপ। মা লক্ষ্মী আসলে তাঁর স্বামীর বাহনটিই ব্যবহার করেন। কিন্তু এই রূপ পেঁচার কেন? লক্ষ্মীর দেওয়া ধন যারা অপব্যবহার করে, তাদের কপালে লেখা আছে যমের দণ্ড—এই কথা ঘোষণা করে লক্ষ্মীর বাহন। তাই কথায় বলে, ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’। তাছাড়া ধনসম্পত্তি, সে টাকাকড়ি হোক বা সাধনধনই হোক, সদাজাগ্রত অবস্থায় রক্ষা করতে হয়। রাতে সবাই যখন ঘুমায়, তখন পেঁচা জেগে থাকে। পেঁচাই সেই ধনসম্পদ পাহারা দেয়।

## ফর্দমালা

- ১। সিঁদুর
- ২। ফুল
- ৩। তুলসীপাতা\*
- ৪। আমপল্লব†
- ৫। মালা
- ৬। দূর্বা
- ৭। পান ২টি
- ৯। কাঁঠালি- কলা বা হরীতকী (১টি)
- ১০। ফল- মিষ্টি ও আতপ চালের নৈবেদ্য
- ১১। চন্দন
- ১২। একটি সুন্দর ঘট
- ১৩। নৈবেদ্যদানের থালা- গ্লাস ইত্যাদি।

## জ্ঞাতব্য বিষয়

লক্ষ্মীপূজা প্রতি বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যাবেলা হয়ে থাকে। পূর্ণিমাযুক্ত বৃহস্পতিবারে উপবাস করে পূজার নিয়ম। প্রবাসীরা অবশ্য নিজ সুবিধামতো যেকোনো দিনই লক্ষ্মীপূজা করতে পারেন। কারণ, প্রবাসে বার ও তিথিনক্ষত্রের নিয়ম খাটে না। লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টাবাদ্য নিষিদ্ধ। লক্ষ্মীপূজায় লোহার সামগ্রী ব্যবহার নিষিদ্ধ। কারণ, লোহা অলক্ষ্মীপূজায় ব্যবহৃত হয়।

---

\* লক্ষ্মীকে তুলসীপাতা দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণকেও পূজা করতে হয়। তাই নারায়ণকে তুলসী দিতে হবে।

† বিজোড় সংখ্যায় পাতা গুনে আমপল্লব নেবেন। যথা-৫, ৭, ৯, ১২ ইত্যাদি।

## পূজাপ্রণালী

বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপূজা সন্ধ্যায় করাই নিয়ম। তবে অনেকে এই পূজা সকালেও করেন। সকালে করলে সকাল ৯-টার মধ্যে পূজা সেরে ফেলাই ভাল।

প্রথমে স্নান করবেন। তারপর পূজাস্থানটি পরিষ্কার করে ধূপদীপ জ্বালবেন। পূজাসামগ্রী ও নিজের মাথায় একটু গঙ্গাজলও ছিটিয়ে নেবেন। দীক্ষিত ব্যক্তি হলে গুরু- নির্দেশিত উপাসনা- পদ্ধতি মেনে গুরু ও ইষ্টদেবতার পূজা করে নেবেন। এরপর আচমন করবেন।<sup>‡</sup> যথা-ডান হাতে সামান্য কয়েক ফোঁটা জল নিয়ে ‘ওঁ বিষ্ণু’ মন্ত্রে পান করবেন। এই প্রক্রিয়াটি মোট ৩ বার পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রটি পাঠ করবেন-

ওঁ তদ্বিশেষঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্।  
ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা।  
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাত্তরঃ শুচিঃ।।

মন্ত্রের অর্থ-

আকাশে সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং বেদ- ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্বরূপ জ্ঞানীগণ সর্বদা দর্শন করেন।

যাঁর শরীর বা মন (ইন্দ্রিয়) এই দুয়ের একটি বা দুটিই অপবিত্র, এমন মানুষও যদি পদপলাশলোচন বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তাহলে তাঁর শরীর ও মন-এই বাহ্য ও অভ্যন্তরভাগে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়।

এরপর সূর্যার্ঘ্য দেবেন। সূর্য আমাদের প্রাণশক্তির উৎস। তাই সূর্যকে অর্ঘ্য না দিয়ে কোনো পূজা করা যায় না। কুশীতে একটু জল, দূর্বা, আতপ চাল ও ফুল নিয়ে দুই হাতে ধরে সূর্যার্ঘ্যের নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করবেন-

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।  
জগৎ সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িন।।  
ওঁ এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ।।

মন্ত্রের অর্থ-

হে পরমব্রহ্মস্বরূপ সূর্য, তুমিই বিষ্ণু, তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান, বিশ্বের তেজের আধার, জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পবিত্র কর্মে উৎসাহদানকারী-তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ৩

এই বলে কুশীর জল ইত্যাদি তাম্রপাত্রে উপুর করে দেবেন। এরপর সূর্যদেবকে প্রণাম করবেন এই মন্ত্রে-

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।

<sup>‡</sup> দীক্ষিত ব্যক্তি যদি গুরু- নির্দেশিত উপাসনা- পদ্ধতি মেনে আচমনাদি করে নেন, তাহলে লক্ষ্মীপূজার জন্য পৃথকভাবে তা করার প্রয়োজন নেই।

ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

মন্ত্রের অর্থ—

যাঁর গায়ের রং জবাফুলের মতো, যিনি মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অন্ধকারের নাশক ও সর্বপাপহারী, সেই দিবাকর সূর্যকে প্রণাম করি।

এরপর স্বস্তিবাচন করবেন—

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ।  
স্বস্তি নস্তার্ক্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।  
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

মন্ত্রের অর্থ—

সবাই যাঁর স্তুতি করেন, সেই ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন। সর্বজ্ঞ পৃষা<sup>§</sup> আমাদের মঙ্গল করুন। অস্ত্রে যিনি পরাভূত হন না সেই গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন। কশ্যপের পুত্র মহর্ষি অরিষ্টনেমি আমাদের মঙ্গল করুন। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন।

স্বস্তিবাচনাদি করে ঘটস্থাপন করবেন। একটি সুন্দর ঘাটের গায়ে সিঁদুর দিয়ে মাজলিক চিহ্ন আঁকবেন। তারপর লক্ষ্মীর সামনে সামান্য ধান ও মাটি ছড়িয়ে তার উপর ঘট বসাবেন। ঘাটের উপর আমপল্লব, পান ও ফল (কলা বা হরীতকী) সিঁদুরলিপ্ত করে দেবেন। তার উপর দুর্বা, আতপ চাল ও ফুল দেবেন। করজোড়ে বলবেন—

ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবসমম্বিতম্।  
ইয়ম্ ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ॥

মন্ত্রের অর্থ—

যে জল সর্বতীর্থময়, সকল দেবতার সঙ্গে যুক্ত; হে দেবি, তুমি সেই ঘাটে আপন সহচর দেবতাদের সঙ্গে অধিষ্ঠান করো।

এইবার ঘট স্পর্শ করে তিন বার গায়ত্রী পাঠ করবেন—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

তারপর হাতজোড় করে ঘাটে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে আবাহন করবেন—

ওঁ লক্ষ্মীদেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।  
ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব।  
অত্রাধিষ্ঠানং কুরু—মম পূজান গৃহাণ।  
ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমম্বিতে।  
যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব॥

মন্ত্রের অর্থ—

<sup>§</sup> বৈদিক দেবতা। পণ্ডিতদের অনুমান, পৃষা ও সূর্য অভিন্ন।



হে লক্ষ্মীদেবি, আপনি এখানে এসে এখানেই অবস্থান করুন। হে দেবীশ্রেষ্ঠ, পরিবারগণের সঙ্গে তোমাকে একমাত্র ভক্তির দ্বারাও পাওয়া সম্ভব। যতক্ষণ তোমাকে পূজা করি, তুমি ততক্ষণ স্থির হয়ে থাকো।

এরপর হাতে একটি ফুল নিয়ে (সম্ভব হলে কূর্মমুদ্রায় নেবেন) ধ্যান করবেন—

ওঁ পাশাঙ্কমালিকান্তোজ-স্গিভিষ্যাম্য-সৌম্যয়োঃ।  
পদ্মাসনাস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।।  
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বলঙ্কার-ভূষিতাম্।  
রৌক্সপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।

মন্ত্রের অর্থ—

যাঁর চারদিকে পাশ, অঙ্কমালা, পদ্ম ও অঙ্কুশ, যিনি পদ্মের উপর বসে থাকেন, ত্রিভুবনের জননী, গৌরবর্ণা, সুরূপা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, বাঁ হাতে স্বর্ণপদ্ম ও ডান হাতে বরমুদ্রা, সেই লক্ষ্মীদেবীকে ধ্যান করি।

ধ্যান করার সময় মন্ত্রপাঠ করে মন্ত্রের অর্থ ধরে চোখ বুজে কিছুক্ষণ লক্ষ্মীদেবীর জীবন্ত মূর্তি চিন্তা করবেন। তারপর ভাববেন, সেই জীবন্ত লক্ষ্মীমূর্তি স্বয়ং আপনার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আপনার পূজা গ্রহণ করছেন।

এরপর পুনরায় একবার ধ্যানমন্ত্রটি পাঠ করে নিয়ে লক্ষ্মীকে পঞ্চোপচারে পূজা করবেন। গন্ধদ্রব্য (চন্দন), ফুল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করাকে পঞ্চোপচার পূজা বলে। প্রতিটি দ্রব্য নিচে দেওয়া নির্দিষ্ট মন্ত্রে দেবেন।

গন্ধদ্রব্য—এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রী লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।\*\*

সচন্দন পুষ্প—ইদং সচন্দনপুষ্পং ওঁ শ্রী লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

এষ ধূপঃ ওঁ শ্রী লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।††

এষ দীপঃ ওঁ শ্রী লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।‡‡

ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং ওঁ শ্রী লক্ষ্মীদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

ইদং পানার্থোদকং ওঁ শ্রী লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

তারপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে দেবীকে ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দেবেন—

এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলি ওঁ শ্রী লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

---

\*\* একটি ফুলে চন্দন মাখিয়ে ঘটে দেবেন।

†† ডান হাতের অনামিকা ও মধ্যমার মাঝের অংশটিতে ধূপ নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়েচ চেপে রেখে ধূপ তুলবেন। তারপর লক্ষ্মীগায়ত্রী-মহালক্ষ্মৈ বিদাহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি। তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ—পাঠ করতে করতে দেবীর নাক পর্যন্ত তিন বার ঘুরিয়ে নিজের ডান দিকে রাখবেন।

‡‡ ডান হাতে দীপ তুলে লক্ষ্মীগায়ত্রী পাঠ করতে করতে দেবীর চোখ পর্যন্ত তিন বার ঘুরিয়ে নিজের বাঁ দিকে রাখবেন।

তারপর নারায়ণকে তুলসীপাতা ও গন্ধপুষ্পে পূজা করবেন। শেষে পেচক, ইন্দ্র ও কুবেরকে গন্ধপুষ্পে পূজা করবেন।

নারায়ণকে তুলসী দেওয়ার মন্ত্র—

ওঁ তদ্বিষ্ণেঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্।  
এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরুপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।

গন্ধপুষ্পে পূজার মন্ত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায় এতে গন্ধপুষ্পে নারায়ণায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পেচকায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুবেরায় নমঃ।

পূজা শেষ হলে দীক্ষিত ব্যক্তি গুরুমন্ত্র যথাশক্তি জপ করে দেবীর বাঁ হাতে জপসমর্পণ করবেন। জপসমর্পণ মন্ত্র—

ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।  
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্নাহেশ্বরী।।

মন্ত্রের অর্থ—

হে ইষ্টদেবতা, তুমি যেমন গোপন, তেমনি পরমগোপনীয় স্থান আত্মাকে রক্ষা করো। তুমি এই জপ গ্রহণ করো। হে সুরেশ্বরী, তোমার অনুগ্রহে আমার সকল বাসনা পূর্ণ হোক।

এরপর প্রণাম করে মূল পূজানুষ্ঠান শেষ করবেন। প্রণামমন্ত্র—

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।  
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমঃস্তু তে।।

মন্ত্রের অর্থ—

হে পদ্মা, পদ্মালয়া, শুভকারিণী, তুমি বিশ্বরূপের (নারায়ণ) পত্নী। হে দেবি, তুমি সব সময় আমাকে রক্ষা করো। হে মহালক্ষ্মী, তোমাকে নমস্কার।

মূল পূজানুষ্ঠানের পর দূর্বা হাতে নিয়ে ব্রতকথা পাঠ করবেন বা শুনবেন।

বৃহস্পতিবারবিহিত  
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা ও পাঁচালি

দোলপূর্ণিমা নিশীথে নির্মল আকাশ।  
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় বাতাস।।  
লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ।  
কহিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন।।  
হেনকালে বীণায়ন্ত্রে হরি গুণগান।  
উপনীত হইলেন নারদ ধীমান।।  
ধীরে ধীরে উভপদে করিয়া প্রণতি।  
অতঃপর কহিলেন লক্ষ্মীদেবী প্রতি।।  
শুন গো, মা নারায়ণি, চলো মর্ত্যপুরে।  
তব আচরণে দুখ পাইনু অন্তরে।।  
তব কৃপা বঞ্চিত হইয়া নরনারী।  
ভুঞ্জিছে দুর্গতি কত বর্ষিবারে নারি।।  
সতত কুকর্মে রত রহিয়া তাহারা।  
দুর্ভিক্ষ অকালমৃত্যু রোগে শোকে সারা।।  
অম্মাভাবে শীর্ণকায় রোগে মৃতপ্রায়।  
আত্মহত্যা কেহ বা করিছে ঠেকে দায়।।  
কেহ কেহ প্রাণাধিক পুত্রকন্যা সবে।  
বেচে খায় হয় হয় অন্নের অভাবে।।  
অন্নপূর্ণা অন্নরূপা ত্রিলোকজননী।  
বল দেবি, তবু কেন হাহাকার শুনি।।  
কেন লোকে লক্ষ্মীহীন সম্পদ অভাবে।  
কেন লোকে লক্ষ্মীছাড়া কুকর্ম প্রভাবে।।  
শুনিয়া নারদবাক্য লক্ষ্মী ঠাকুরানি।  
সঘনে নিঃশ্বাস ত্যজি কহে মৃদুবাণী।।  
সত্য বাছা, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।  
কারণ ইহার যাহা শোনো সমুদয়।।  
আমি লক্ষ্মী কারো তরে নাহি করি রোষ।  
মর্ত্যবাসী কষ্ট পায় ভুঞ্জি কর্মদোষ।।  
মজাইলে অনাচারে সমস্ত সংসার।  
কেমনে থাকিব আমি বল নির্বিকার।।  
কামক্রোধ লোভ মোহ মদ অহংকার।  
আলস্য কলহ মিথ্যা ঘিরিছে সংসার।।  
তাহাতে হইয়া আমি ঘোর জ্বালাতন।  
হয়েছি চঞ্চলা তাই ওহে বাছাধন।।  
পরিপূর্ণ হিংসা দ্বেষ তাদের হৃদয়।  
পরশ্রী হেরিয়া চিত্ত কলুষিত ময়।।

রসনার তৃপ্তি হেতু অখাদ্য ভক্ষণ।  
ফল তার হের ঋষি অকাল মরণ।।  
ঘরে ঘরে চলিয়াছে এই অবিচার।  
অচলা হইয়া রব কোন সে প্রকার।।  
এসব ছাড়িয়া যেবা করে সদাচার।  
তার গৃহে চিরদিন বসতি আমার।।  
এত শুনি ঋষিবর বলে, নারায়ণি।  
অনাথের মাতা তুমি বিঘ্নবিনাশিনী।।  
কিবা ভাবে পাবে সবে তোমা পদছায়া।  
তুমি না রাখিলে ভক্তে কে করিবে দয়া।।  
বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মাসনা ত্রিতাপহারিণী।  
চঞ্চলা অচলা হও পাপনিবারণী।।  
তোমার পদেতে মা মোর এ মিনতি।  
দুখ নাশিবার তব আছে গো শক্তি।।  
কহ দেবি দয়া করে ইহার বিধান।  
দুর্গতি হেরিয়া সব কাঁদে মোর প্রাণ।।  
দেবর্ষির বাক্য শুনি কমলা উতলা।  
তাহারে আশ্বাস দানে বিদায় করিলা।।  
জীবের দুঃখ হেরি কাঁদে মাতৃপ্রাণ।  
আমি আশু করিব গো ইহার বিধান।।  
নারদ চলিয়া গেলে দেবী ভাবে মনে।  
এত দুঃখ এত তাপ ঘুচাব কেমনে।।  
তুমি মোরে উপদেশ দাও নারায়ণ।  
যাহাতে নরের হয় দুঃখ বিমোচন।।  
লক্ষ্মীবাণী শুনি প্রভু কহেন উত্তর।  
ব্যথিত কি হেতু প্রিয়া বিকল অন্তর।।  
যাহা বলি, শুন সতি, বচন আমার।  
মর্ত্যলোকে লক্ষ্মীব্রত করহ প্রচার।।  
গুরুবারে সন্ধ্যাকালে যত নারীগণ।  
পূজা করি ব্রতকথা করিবে শ্রবণ।।  
ধন ধান্য যশ মান বাড়িবে সবার।  
অশান্তি ঘুচিয়া হবে সুখের সংসার।।  
নারায়ণ বাক্যে লক্ষ্মী হরষ মনেতে।  
ব্রত প্রচারণে যান ত্বরিত মর্তেতে।।  
উপনীত হন দেবী অবন্তী নগরে।  
তথায় হেরেন যাহা স্তম্ভিত অন্তরে।।

ধনেশ্বর রায় হয় নগর প্রধান।  
 অতুল ঐশ্বর্য তার কুবের সমান।।  
 হিংসা ঘেষ বিজারিত সোনার সংসার।  
 নির্বিচারে পালিয়াছে পুত্র পরিবার।  
 একান্তে সপ্তপুত্র রাখি ধনেশ্বর।  
 অবসান নরজন্ম যান লোকান্তর।।  
 পত্নীর কুচক্রে পড়ি সপ্ত সহোদর।  
 পৃথগ্ন হল সবে অল্প দিন পর।।  
 হিংসা ঘেষ লক্ষ্মী ত্যাজে যত কিছু হয়।  
 একে একে আসি সবে গৃহে প্রবেশয়।।  
 এসব দেখিয়া লক্ষ্মী অতি ক্রুদ্ধা হল।  
 অবিলম্বে সেই গৃহ ত্যজিয়া চলিল।।  
 বৃদ্ধ রানি মরে হয় নিজ কর্মদোষে।  
 পুরীতে তিষ্ঠিতে নারে বধূদের রোষে।।  
 পরান ত্যজিতে যান নিবিড় কাননে।  
 চলিতে অশক্ত বৃদ্ধা অশ্রু দুনয়নে।।  
 ছদ্মবেশে লক্ষ্মীদেবী আসি হেন কালে।  
 উপনীত হইলেন সে ঘোর জঙ্গলে।।  
 সদয় কমলা তবে জিজ্ঞাসে বৃদ্ধারে।  
 কিবা হেতু উপনীত এ ঘোর কান্তারে।।  
 লক্ষ্মীবাক্যে বৃদ্ধা কহে শোন ওগো মাতা।  
 মন্দভাগ্য পতিহীনা করেছে বিধাতা।।  
 ধনবান ছিল পিতা মোর পতি আর।  
 লক্ষ্মী বাঁধা অঙ্গনেতে সতত আমার।।  
 সোনার সংসার মোর ছিল চারিভিতে।  
 পুত্র পুত্রবধূ ছিল আমারে সেবিতে।।  
 পতি হল স্বর্গবাসী সুখৈশ্বর্য যত।  
 একে একে যাহা কিছু হল তিরোহিত।।  
 ভিন্ন ভিন্ন হাঁড়ি সব হয়েছে এখন।  
 অবিরত বধূ যত করে জ্বালাতন।।  
 অসহ্য হয়েছে এবে তাদের যন্ত্রণা।  
 এ জীবন বিসর্জিতে করেছি বাসনা।।  
 বৃদ্ধা বাক্যে নারায়ণী কহেন তখন।  
 আত্মহত্যা মহাপাপ শাস্ত্রের বচন।।  
 ফিরে যাও ঘরে তুমি কর লক্ষ্মীব্রত।  
 সর্ব দুঃখ বিমোচিত পাবে সুখ যত।।  
 গুরুবারে সন্ধ্যাকালে বধূগণ সাথে।  
 লক্ষ্মীব্রত কর সবে হরষ মনেতে।।  
 পূর্ণ ঘণ্টে দিবে শুধু সিঁদুরের ফোঁটা।  
 আত্মশাখা দিবে তাহে লয়ে এক গোটা।।  
 গুয়াপান দিবে তাতে আসন সাজায়ে।

সিঁদুর গুলিয়া দিবে ভক্তিয়ুক্ত হয়ে।।  
 ধূপ দীপ জ্বালাইয়া সেইখানে দেবে।  
 দূর্বা লয়ে হাতে সবে কথা যে শুনিবে।।  
 লক্ষ্মীমূর্তি মানসেতে করিবেক ধ্যান।  
 ব্রতকথা শ্রবণান্তে শান্ত করে প্রাণ।।  
 কথা অস্ত্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিবে।  
 অতঃপর এয়োগণ সিঁদুর পরাবে।।  
 প্রতি গুরুবারে পূজা যে রমণী করে।  
 নিষ্পাপ হইবে সে কমলার বরে।।  
 বার মাস পূজা হয় যে গৃহেতে।  
 অচলা থাকেন লক্ষ্মী সেই সে স্থানেতে।।  
 পূর্ণিমা উদয় হয় যদি গুরুবারে।  
 যেই নারী এই ব্রত করে অনাহারে।।  
 কমলা বাসনা তার পুরান অচিরে।  
 মহাসুখে থাকে সেই সেই পুত্রপরিবারে।।  
 লক্ষ্মীর হাঁড়ি এক স্থাপিয়া গৃহেতে।  
 তণ্ডুল রাখিবে দিন মুঠা প্রমাণেতে।।  
 এই রূপে নিত্য যেনা সঞ্চয় করিবে।  
 অসময়ে উপকার তাহার হইবে।।  
 সেথায় প্রসন্না দেবী কহিলাম সার।  
 যাও গৃহে ফিরে কর লক্ষ্মীর প্রচার।।  
 কথা শেষ করে দেবী নিজ মূর্তি ধরে।  
 বৃদ্ধারে দিলেন দেখা অতি কৃপা ভরে।।  
 লক্ষ্মী হেরি বৃদ্ধা আনন্দে বিভোর।  
 ভূমিষ্ট প্রণাম করে আকুল অন্তর।।  
 ব্রত প্রচারিয়া দেবি অদৃশ্য হইল।  
 আনন্দ হিল্লোলে ভেসে বৃদ্ধা ঘরে গেল।।  
 বধূগণে আসি বৃদ্ধা বর্ণনা করিল।  
 যে রূপেতে বনমাঝে দেবীরে হেরিল।।  
 ব্রতের পদ্ধতি যাহা কহিল সবারে।  
 নিয়ম যা কিছু লক্ষ্মী বলেছে তাহারে।।  
 বধূগণ এক হয়ে করে লক্ষ্মীব্রত।  
 স্বার্থ ঘেষ হিংসা যত হইল দূরিত।।  
 ব্রতফলে এক হল সপ্ত সহোদর।  
 দুঃখ কষ্ট ঘুচে যায় অভাব সত্তর।।  
 কমলা আসিয়া পুনঃ আসন পাতিল।  
 লক্ষ্মীহীন সেই গৃহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিল।।  
 দৈবযোগে একদিন বৃদ্ধার গৃহেতে।  
 আসিল যে এক নারী ব্রত সময়েতে।।  
 লক্ষ্মীকথা শুনি মন ভক্তিতে পুরিল।  
 লক্ষ্মীব্রত করিবে সে মানত করিল।।

কুষ্ঠরোগগ্রস্থ পতি ভিক্ষা করি খায়।  
 তাহার আরোগ্য আশে পূজে কমলায়।।  
 ভক্তিভরে এয়ো লয়ে যায় পূজিবারে।  
 কমলার বরে সব দুঃখ গেল দূরে।।  
 পতির আরোগ্য হল জন্মিল তনয়।  
 ঐশ্বর্যে পুরিল তার শান্তির আলয়।।  
 লক্ষ্মীব্রত এই রূপে প্রতি ঘরে ঘরে।  
 প্রচারিত হইল যে অবন্তী নগরে।।  
 অতঃপর শুন এক অপূর্ব ঘটন।  
 ব্রতের মাহাত্ম্য কিসে হয় প্রচলন।।  
 একদিন গুরুবারে অবন্তীনগরে।  
 মিলি সবে এয়োগন লক্ষ্মীব্রত করে।।  
 শ্রীনগরবাসী এক বণিক নন্দন।  
 দৈবযোগে সেই দেশে উপনীত হন।।  
 লক্ষ্মীপূজা হেরি কহে বণিক তনয়।  
 কহে, এ কি পূজা কর, কিবা ফল হয়।।  
 বণিকের কথা শুনি বলে নারীগণ।  
 লক্ষ্মীব্রত ইহা ইথে মানসপূরণ।।  
 ভক্তিভরে যেই নর লক্ষ্মীব্রত করে।  
 মনের আশা তার পুরিবে অচিরে।।  
 সদাগর এই শুনি বলে অহংকারে।।  
 অভাগী জনেতে হয় পূজে হে উহারে।।  
 ধনজনসুখ যত সব আছে মোর।  
 ভোগেতে সদাই আমি রহি নিরন্তর।।  
 ভাগ্যে না থাকিলে লক্ষ্মী দিবে কিবা ধন।  
 একথা বিশ্বাস কভু করি না এমন।।  
 হেন বাক্য নারায়ণী সহিতে না পারে।  
 অহংকার দোষে দেবী ত্যজিলা তাহারে।।  
 বৈভবেতে পূর্ণ তরী বাণিজ্যেতে গেলে।  
 ডুবিল বাণিজ্যতরী সাগরের জলে।  
 প্রাসাদ সম্পদ যত ছিল তার।  
 বজ্র সঙ্গে হয়ে গেল সব হারখার।।  
 ভিক্ষাবুলি স্বেচ্ছা করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।  
 ক্ষুধার জ্বালায় ঘোরে দেশ দেশান্তরে।।  
 বণিকের দশা যেই মা লক্ষ্মী দেখিল।  
 কমলা করুণাময়ী সকলি ভুলিল।।  
 কৌশল করিয়া দেবী দুঃখ ঘুচাবারে।  
 ভিক্ষায় পাঠান তারে অবন্তী নগরে।।  
 হেরি সেথা লক্ষ্মীব্রত রতা নারীগণে।  
 বিপদ কারণ তার আসিল স্মরণে।।  
 ভক্তিভরে করজোড়ে হয়ে একমন।

লক্ষ্মীর বন্দনা করে বণিক নন্দন।।  
 ক্ষমা কর মোরে মাগো সর্ব অপরাধ।  
 তোমাতে হেলা করি যত পরমাদ।।  
 অধম সন্তানে মাগো কর তুমি দয়া।  
 সন্তান কাঁদিয়া মরে দাও পদছায়া।।  
 জগৎ জননী তুমি পরমা প্রকৃতি।  
 জগৎ ঈশ্বরী তবে পূজি নারায়ণী।।  
 মহালক্ষ্মী মাতা তুমি ত্রিলোক মণ্ডলে।  
 গৃহলক্ষ্মী তুমি মাগো হও গো ভূতলে।।  
 রাস অধিষ্ঠাত্রী তুমি দেবী রাসেশ্বরী।  
 তব অংশভূতা যত পৃথিবীর নারী।।  
 তুমিই তুলসী গঙ্গা কলুষনাশিনী।  
 সারদা বিজ্ঞানদাত্রী ত্রিতাপহারিণী।।  
 স্তব করে এইরূপে ভক্তিয়ুক্ত মনে।  
 ভূমেতে পড়িয়া সাধু প্রণমে সে স্থানে।।  
 ব্রতের মানত করি নিজ গৃহে গেল।  
 গৃহিণীয়ে গৃহে গিয়া আদ্যান্ত কহিল।।  
 সাধু কথা শুনি তবে যত নারীগণ।  
 ভক্তিভরে করে তারা লক্ষ্মীর পূজন।।  
 সদয় হলেন লক্ষ্মী তাহার উপরে।  
 পুনরায় কৃপাদৃষ্টি দেন সদাগরে।।  
 সপ্ততরী জল হতে ভাসিয়া উঠিল।  
 আনন্দেতে সকলের অন্তর পুরিল।।  
 দারিদ্র অভাব দূর হইল তখন।  
 আবার সংসার হল শান্তি নিকেতন।।  
 এইরূপে ব্রতকথা মর্ত্যেতে প্রচার।  
 সদা মনে রেখো সবে লক্ষ্মীব্রত সার।।  
 এই ব্রত যেই জনে করে এক মনে।  
 লক্ষ্মীর কৃপায় সেই বাড়ে ধনে জনে।।  
 করজোড় করি সবে ভক্তিয়ুক্ত মনে।  
 লক্ষ্মীরে প্রণাম কর যে থাক যেখানে।।  
 ব্রতকথা যেবা পড়ে যেবা রাখে ঘরে।  
 লক্ষ্মীর কৃপায় তার মনোবাঞ্ছা পুরে।।  
 লক্ষ্মীর ব্রতের কথা বড়ো মধুময়।  
 প্রণাম করিয়া যাও যে যার আলয়।।  
 লক্ষ্মীব্রতকথা হেথা হৈল সমাপন।  
 আনন্দ অন্তরে বল লক্ষ্মী-নারায়ণ।।

## শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর বারমাস্যা

বছরের প্রথম মাস বৈশাখ যে হয়।  
পূজা নিতে এস ওমা আমার আলায়।।  
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজা হয় ঘরে ঘরে।  
এসো বসো তুমি ওমা পূজার বাসরে।।  
আষাঢ়ে আসিতে মাগো নাহি করো দেরি।  
পূজা হেতু রাখি মোরা ধান্য দুর্বা ধরি।।  
শ্রাবণের ধারা দেখ চারি ধারে পড়ে।  
পূজিবারে ও চরণ ভেবেছি অন্তরে।।  
ভাদ্র মাসে ভরা নদী কুল বেয়ে যায়।  
কৃপা করি এসো মাগো যত শীঘ্র হয়।।  
আশ্বিনে অম্বিকা সাথে পূজা আয়োজন।  
কোজাগরী রাতে পুনঃ করিব পূজন।।  
কার্তিকে কেতকী ফুল চারিধারে ফোটে।  
এসো মাগো এসো বসো মোর পাতা ঘটে।।  
অশ্বাণে আমন ধান্যে মাঠ গেছে ভরে।  
লক্ষ্মীপূজা করি মোরা অতি যত্ন করে।।  
পৌষপার্বনে মাগো মনের সাধেতে।  
প্রতি গৃহে লক্ষ্মী পূজি নবান্ন ধানেতে।।  
মাঘ মাসে মহালক্ষ্মী মহলেতে রবে।  
নব ধান্য দিয়া মোরা পূজা করি সবে।।  
ফাল্গুনে ফাগের খেলা চারিধারে হয়।  
এসো মাগো বিষ্ণুজায়া পূজিগো তোমায়।।  
চৈত্রিতে চাতক সম চাহি তব পানে।  
আসিয়া বস ওমা দুঃখিনীর ভবনে।।  
লক্ষ্মীদেবী বারমাস্যা হৈল সমাপন।  
ভক্তজন মাতা তুমি করহ কল্যাণ।।

—সমাপ্ত—